ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 033 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৩৩ ● কলকাতা ● ২১ মাঘ, ১৪৩২ ● বুধবার ● ০৪ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

অভিযোগের পাহাড়, তদন্ত শূন্য

সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নিরাপত্তা প্রশ্নে প্রশাসনের নীরবতা

নিজস্ব সংবাদদাতা | দক্ষিণ ২৪ পরগনা

একুশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ধারাবাহিক হুমকি, আক্রমণ, উচ্ছেদের চেষ্টা ও মিথ্যা মামলার অভিযোগ—সবই নথিভুক্ত, অথচ কার্যকর তদন্ত বা নিরাপত্তা নেই। এমনই গুরুতর অভিযোগ তুলে জীবনতলা থানা ও জেলা পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন দৈনিক কাগজের সম্পাদক ও সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। তাঁর দাবি, প্রতিটি ঘটনার বিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ, জিডি ও ঊর্ধ্বতন দপ্তরে আবেদন জানানো হলেও তদন্ত হয়েছে নামমাত্র, বহু ক্ষেত্রেই মামলার অগ্রগতি স্থগিত অবস্থায় রয়েছে।

আইনজ্ঞদের মতে, একাধিক অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও যদি ধারাবাহিকভাবে তদন্তে গাফিলতি হয়, তবে তা সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদে প্রদত্ত জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারের পরিপন্থী। অভিযোগকারী সাংবাদিকের বক্তব্য, রাজনৈতিক প্রভাবশালী মহলের মদতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কার্যত কোনও দমনমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। উল্টে, নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন জানালে প্রশাসনের তরফে মৌখিকভাবে শাসানির অভিযোগও উঠেছে, যা পুলিশ আইন ও সুপ্রিম কোর্টের একাধিক নির্দেশিকার সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে মত বিশেষজ্ঞদের।

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের দাবি, জেলা পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করা হলেও সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হয়নি। অথচ পুলিশ ম্যানুয়াল অনুযায়ী গুরুতর হুমকি ও প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকলে সিনিয়র অফিসারের সরাসরি তদারকি বাধ্যতামূলক। প্রশ্ন উঠছে, কেন সেই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি?

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখিতভাবে একাধিকবার বিষয়টি জানানো হলেও কোনও দৃশ্যমান প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত সামনে আসেনি বলে অভিযোগ। একইভাবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল ও প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে আবেদন পাঠিয়েও সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়ার কথাও জানিয়েছেন সম্পাদক। মানবাধিকার কর্মীদের মতে, সাংবাদিকের উপর ধারাবাহিক হুমকি ও প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা মানবাধিকার লঙ্ঘনের পর্যায়ে পড়ে এবং নিরপেক্ষ তদন্তকারী সংস্থার হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

২০১১ সালে মিথ্যা মামলায় জড়ানোর অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ তুলে মৃত্যুঞ্জয় সরদার বলেন, একই প্যাটার্নে ফের তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে চাপে ফেলার চেষ্টা চলছে। অথচ প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে—কেন এখনো কোনও নিরপেক্ষ সংস্থা দিয়ে পুনঃতদন্তের নির্দেশ জারি হয়নি? কেন নিরাপত্তা অডিট বা থ্রেট অ্যাসেসমেন্ট করা হয়নি?

এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের সাংবাদিক সংগঠন ও বুদ্ধিজীবী মহল সরব। সার্ক জার্নালিস্ট ফোরামের মাধ্যমে দাবি উঠেছে—সাংবাদিকদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্ট ও মানবাধিকার কমিশনের নির্দেশিকা অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে। তাঁদের প্রশ্ন, যদি একজন সম্পাদক ও তাঁর পরিবারের উপর দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রশাসন কার্যকর পদক্ষেপ না নেয়, তবে ভবিষ্যতে কোনও অঘটন ঘটলে তার দায়িত্ব কার?

আইন ও প্রশাসনের সীমারেখা কি রাজনৈতিক প্রভাবের কাছে দুর্বল হয়ে পড়ছে—এই প্রশ্নই এখন কেন্দ্রে। নথিভুক্ত অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তদন্তের গতি শ্লথ কেন, আর নিরাপত্তা কেন অধরাই থেকে যাচ্ছে—এই জবাবের দিকেই তাকিয়ে জীবনতলার সাংবাদিক সমাজ।

পর্ব 192

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

শরীর হল বাহন, আর আত্মা ড্রাইভার। বাহন ছাড়া ড্রাইভার আগে যেতে পারে না। কিন্তু এটাও সত্য যে বিনা ড্রাইভার গাড়ীও আগে যেতে পারে না। সেইজন্য কাকে কার দরকার, এটা কখনও জানা যায় না।

ক্রমশঃ

বেলডাঙার অশান্তিতে 'ডিজিটাল উসকানি'র ছক?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বেলডাঙার ঘটনার পর থেকেই সমাজমাধ্যমে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে একাধিক বিতর্কিত পোস্ট ও ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ছিল, এই ধরনের বার্তার মাধ্যমেই উত্তেজনা আরও বাড়ানো হয়েছিল। ইতিমধ্যেই বেলডাঙার অশান্তির তদন্তভার এনআইএ-র হাতে যাওয়ার পর থেকেই ধরপাকড় ও তল্লাশি অভিযান জোরদার হয়েছে। গোয়েন্দাদের ধারণা, কেবল স্থানীয় আবেগ নয়, পরিকল্পিতভাবে ডিজিটাল উসকানি ছড়িয়েই অশান্তির আগুন জ্বালানো হয়েছিল। সেই ষড়যন্ত্রের জাল কতদূর বিস্তৃত, তা নির্ধারণ করতেই সাইবার বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নিচ্ছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। এই ডিজিটাল তদন্তের মাধ্যমে কোনও 'মাস্টারমাইন্ড'-এর হদিস মেলে কি না, এখন সে দিকেই নজর রয়েছে ওয়াকিবহাল মহলের।বেলডাঙার সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার নেপথ্যে কি কোনও সুপরিকল্পিত ডিজিটাল ষড়যন্ত্র কাজ করেছিল? উত্তপ্ত পরিস্থিতির পিছনে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া উসকানিমূলক পোস্টের ভূমিকা কতখানি, তা খতিয়ে দেখতে এ বার কোমর বেঁধে মাঠে নামল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। সোমবার তদন্তের স্বার্থে বহরমপুরে জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম থানায় গেলেন কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকেরা। ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ ও সন্দেহভাজন অ্যাকাউন্টগুলির গতিবিধি খতিয়ে দেখতে দীর্ঘক্ষণ সেখানে নথিপত্র পরীক্ষা করেন তাঁরা।

তদন্তকারী সূত্রের খবর, বেলডাঙার ঘটনার পর থেকেই সমাজমাধ্যমে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে একাধিক বিতর্কিত পোস্ট ও ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ছিল, এই ধরনের বার্তার মাধ্যমেই উত্তেজনা আরও বাড়ানো হয়েছিল। এনআইএ-র গোয়েন্দারা মূলত জানতে চান, ওই সমস্ত পোস্টের উৎস কোথায় এবং এর পিছনে কোনও নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা নেটওয়ার্ক কাজ করছিল কি না। সোমবার সাইবার ক্রাইম থানায় গিয়ে আধিকারিকেরা নির্দিষ্ট কিছু আইপি অ্যাড্রেস এবং সমাজমাধ্যমে ব্যাবহারকারীদের হ্যান্ডল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ঘটনার সময়কার ডিজিটাল তথ্য এবং পুলিশি পদক্ষেপের নথিপত্রও সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

মমতা দিল্লিতে থাকতেই জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্টে এককাট্টা বিরোধীরা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনার তোড়জোড় শুরু করল বিরোধীরা। সংসদের দুই কক্ষে এই প্রস্তাব উত্থাপনের প্রস্তুতি চলছে বলে সূত্রের খবর। বিষয়টি নিয়ে অন্যান্য বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।তবে বিরোধীদের এই উদ্যোগকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি কেন্দ্রের মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাঁর মন্তব্য, 'ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব যে কেউ আনতে পারে। কিন্তু সংখ্যা কোথায়? দম নেই। দেশের মানুষ তো আপনাদের বেছে নেয়নি। যতই বাংলা, উর্দু, ইংরেজিতে কবিতা লেখেন, দেশের মানুষ ভোট দেয়নি। পিছনের বেঞ্চে বসিয়ে রেখেছে।"সব কিছু পরিকল্পনা মতো এগোলে, চলতি বাজেট অধিবেশনেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনা হতে পারে। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন ঘিরে রাজ্য-রাজনীতিতে তরজা এখন চরমে। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরাসরি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর অভিযোগ, একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতেই এই প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে এবং তার ফলে বৈধ ভোটারদের

এরপর ৩ পাতায়

বালি এবং কয়লা পাচার মামলার তদন্তে সক্রিয় ইডি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মঙ্গলবার সকাল থেকেই তল্লাশি চলছে কলকাতা, দুর্গাপুর, আসানসোলের একাধিক ঠিকানায়। এই সংক্রান্ত মামলার সূত্রে তল্লাশি চলছে দিল্লির কয়েকটি ঠিকানাতেও। ইডি সূত্রে খবর, বালি এবং কয়লা পাচার মামলায় আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখতেই এই তল্লাশি অভিযান। উল্লেখ্য, কয়লা পাচার সংক্রান্ত একাধিক মামলার তদন্ত করছে ইডি। ২০২০ সালে আসানসোল, দুর্গাপুর-সহ ইস্টার্ন কোলফিল্ড (ইসিএল)-এর বিভিন্ন খনি থেকে বেআইনি ভাবে কয়লা তুলে বিভিন্ন জেলায় পাচার করা নিয়ে একটি মামলা হয়েছিল। তাতে ইসিএলের কয়েক জন প্রাক্তন কর্তা-সহ বেশ কয়েক জনকে গ্রেফতার করা হয়। সেই মামলার তদন্তেই গত ৮ জানুয়ারি আইপ্যাক-এর দফতরে এবং সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। তবে সম্প্রতি কলকাতা সংলগ্ন এলাকায় নতুন করে কয়লা পাচার সংক্রান্ত মামলা দায়ের করা হয়েছে। সেই মামলাতেই তৎপর হয়েছেন তদন্তকারীরা।বালি এবং কয়লা পাচার মামলার তদন্তে ফের সক্রিয় ইডি। মঙ্গলবার সকাল থেকেই তল্লাশি চলছে কলকাতা, দুর্গাপুর, আসানসোলের একাধিক ঠিকানায়। এই সংক্রান্ত মামলার সূত্রে তল্লাশি চলছে দিল্লির কয়েকটি ঠিকানাতেও। ইডির তদন্তকারীদের সঙ্গে রয়েছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরাও।

মঙ্গলবার সকাল থেকেই তল্লাশি চলছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার একাধিক জায়গায়। ইডি সূত্রে খবর, ভোর সাড়ে ৬টা নাগাদ কলকাতা থেকে তিনটি গাড়ি করে ইডির একটি দল জামুড়িয়ায়

এরপর ৬ পাতায়

(২ পাতার পর)

মমতা দিল্লিতে থাকতেই জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্টে এককাট্টা বিরোধীরা

ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। সূত্রের খবর, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনার বিষয়ে একমত হয়েছে বিরোধীরা। সংসদে শীঘ্রই সেই প্রস্তাব জমা পড়তে পারে। তৃণমূল কংগ্রেস ইতিমধ্যেই কংগ্রেস-সহ অন্যান্য বিরোধী শরিকদের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে। তৃণমূলের অভিযোগ, জ্ঞানেশ কুমার নির্বাচন প্রক্রিয়াকে কার্যত প্রহসনে পরিণত করেছেন এবং বিজেপির হয়ে কাজ করছেন। বিরোধী শিবিরে এই অভিযোগে মোটামুটি ঐক্যমত্য তৈরি হয়েছে বলেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

এই প্রসঙ্গে তৃণমূল সূত্রের তরফে বলা হচ্ছে, নির্বাচন কমিশন দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিজেপির ক্যাম্পে পরিণত হয়েছে। দেশের অন্য প্রান্তে এই কাজ অনায়াসে করা গেলেও পশ্চিমবঙ্গে এসে বাধার মুখে পড়েছে। সোমবার প্রস্তাবিত বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপমান করা হয়েছে। নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রহসনে পরিণত করার এই চেষ্টায় অমর্ত্য সেনও রেহাই পাচ্ছেন না। মানুষ ভোট দিয়ে ঠিক করেন কে শাসক হবে, আর এখন বিজেপি ঠিক করে দিচ্ছে কে ভোটার হবে।'

দিল্লিতে থাকাকালীন ইমপিচমেন্ট প্রসঙ্গে ইঙ্গিত দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও। রাহুল গান্ধীর তরফে বার বার নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা এবং নির্বাচন কমিশনারদের আইনি রক্ষা-কবচ দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে মমতা বলেন, 'আমি চাই ইমপিচমেন্ট হোক। আমাদের সংখ্যা নেই, সেটা ঠিক। কিন্তু প্রস্তাব তো আনা যায়। সংবিধানে সেই প্রভিশন আছে। অন্তত রেকর্ডে তো থাকবে। জনস্বার্থে আমরা সবাই একজোট হয়ে কাজ করছি।'

বাংলার বিধানসভা ভোটে 'একলা চলো'র পথে হাঁটবে তৃণমূল, জানিয়ে দিলেন মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নয়াদিল্লি: পশ্চিমবঙ্গে আগামী বিধানসভা ভোটে সমমনোভাবাপন্ন কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গড়ে লড়ার জল্পনায় জল ঢাললেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) দিল্লির বঙ্গভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, 'বাংলায় একলা লড়বে তৃণমূল।' অর্থাৎ গত দুটি বিধানসভার ভোটের মতো আসন্ন নির্বাচনেও কারও হাত ধরার পথে যাচ্ছে না বাংলার শাসকদল। নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা তলানিতে নিয়ে যাওয়া জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট বা অভিশংসন আনার বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন বলেও জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেত্রী। তাঁর কথায়, 'আমিও চাই ওঁর (জ্ঞানেশ কুমারের) ইমপিচমেন্ট হোক। সংখ্যা হয়তো নেই। কিন্তু ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনা যেতে পারে। সেই নিয়ম রয়েছে। তা রেকর্ডে থাকবে। আমি অন্য দলের সাংসদদের সঙ্গে কথা বলব। মানুষের হিতে আমরা এক হয়ে কাজ করি। এতে কোনও আপত্তি নেই।'ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা ওঠা অভিযোগের প্রেক্ষিতে গতকাল সোমবার নির্বাচন কমিশনের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন মমতা। যদিও মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের দুর্ব্যবহারের কারণে মাঝপথেই বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে আসেন তিনি। এদিন বঙ্গভবনে এসআইআরের খসড়া তালিকায় 'মৃত' ভোটারদের সঙ্গে নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তৃণমূল সুপ্রিমো। সাংবাদিক সম্মেলনের শুরু থেকেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে সুর চড়ান। অভিযোগ করেন, 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে লক্ষ-লক্ষ প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। শুধু ভবানীপুরে ৪০ হাজার নাম

এরপর ৬ পাতায়

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-এ স্থান পেল তরুণদের চিন্তাভাবনা

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারামন তাঁর কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-এর ভাষণে জানান, বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়লগ (VBYLD) ২০২৬-এ উপস্থাপিত একাধিক চিন্তাভাবনা ও প্রস্তাব এ বছরের বাজেটে গৃহীত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। তিনি বলেন, এর মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক শাসনব্যবস্থা, যুবনেতৃত্বের বিকাশ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিনির্ধারণের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অঙ্গীকার সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের উদ্যোগে আয়োজিত বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়লগ ২০২৬-এ সারা দেশ থেকে নির্বাচিত তরুণরা প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার শীর্ষ সদস্যদের সামনে তাঁদের উদ্ভাবনী ও ভবিষ্যৎমুখী চিন্তাভাবনা তুলে ধরেন। এই প্রস্তাবগুলির বহু অংশই কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-এ প্রতিফলিত হয়েছে, যা ভারতের উন্নয়নের পথ নির্ধারণে যুবসমাজের ক্রমবর্ধমান অংশীদারিত্বের প্রমাণ।

জাতীয় মঞ্চে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব

জাতীয় স্তরে নির্বাচিত যুব নেতাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে স্থান পেয়েছেন, শ্রী রীতম ভট্টাচার্য, মাই ভারত স্বেচ্ছাসেবক এবং শ্রী দীপায়ন সুন্দর ঘোষ, মাই ভারত-এনএসএস স্বেচ্ছাসেবক।

১৯ বছর বয়সী শ্রী রীতম ভট্টাচার্য বর্তমানে সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-র জেভিয়ার ল স্কুলে বি.এ. এলএল.বি. (অনার্স) অধ্যয়নরত। প্রায় ৩,০০০ অংশগ্রহণকারীর মধ্যে থেকে শীর্ষ ২৪ জন জাতীয় উপস্থাপক হিসেবে নির্বাচিত হয়ে তিনি সরাসরি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সামনে "ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত কর্মশক্তি গঠন" বিষয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা উপস্থাপন করেন। তাঁর প্রস্তাবগুলির মূল বিষয়বস্তু ছিল দক্ষতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা, সৃজনশীল অর্থনীতি, ক্রীড়া ভিত্তিক পেশা, মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে অগ্রাধিকার এবং জাতীয় দক্ষতাভিত্তিক পরিচয় কাঠামো প্রণয়ন। এই ধারণাগুলির বহু অংশই বাজেট ২০২৬-২৭-এর ঘোষণায় প্রতিফলিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে- শিক্ষা-কর্মসংস্থান-উদ্যোগ সংক্রান্ত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন, সহযোগী স্বাস্থ্যকর্মী দলের সম্প্রসারণ, AVGC ক্রিয়েটর ল্যাব স্থাপন, শিল্প করিডরের

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

খুঁজছে পুলিশ, ফেসবুক লাইভে প্রকাশ্যে এলেন গোলপার্ক কাণ্ডের 'সোনা পাপ্পু '

রবিবার রাতে গোলপার্কে বোমা গুলির সংঘর্ষে আহত হন একাধিক বস্তিবাসী। চপারের আঘাতে রক্তাক্ত হন আরো একজন। সেই গোলমাল এর পর দুদিন কেটে গেলেও এখনো পুলিশ খুঁজে পাইনি সোনা পাপ্পু ওরফে বিশ্বজিৎ পোদ্দারকে। তবে আত্মগোপন করে থাকা সোনা পাপ্পু এবার প্রকাশ্যে এলেন।স্থানীয় বাসিন্দারা পাপ্পুর দলবল এই হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেন। রবিবারের ঐ গোলমালে এখনো পর্যন্ত ১৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সোনা পাপ্পুকে খুঁজছে পুলিশ। ওই ওই গোলমাল এর ঘটনায় পুলিশ এখনো পর্যন্ত তিনটি এফআইআর গ্রহণ করেছে। পুলিশের গাড়িতে হামলার জন্য একটি স্বত:প্রণোদিত মামলা হয়েছে। রবিবার রাতেই ১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।ধৃতদের ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সোমবারও বেশি রাতের দিকে তল্লাশি চালিয়ে চারজনকে গ্রেফতার করে রবীন্দ্র সরোবর থানা। মঙ্গলবার সকালে আরও দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ময়দান এলাকা থেকে।ফেসবুক লাইভ করে তিনি দাবি করেন ঘটনার দিন তিনি নিজের বাড়িতে ছিলেন। রবিবার মাঘী পূর্ণিমা ছিল। ঐদিন তার বাড়িতে অনেক রাত পর্যন্ত পুজো হয়েছে। তিনি সেখানে যে উপস্থিত ছিলেন তার স্ত্রী নিজে পুজোর সময় ফেসবুক লাইভ(
করে সেই ছবি তুলে ধরেছেন। Facebook লাইভে সোনা পাপ্পু তার পক্ষে নানা যুক্তি খাড়া করলেও এ নিয়ে কলকাতা পুলিশ মুখে কুলুপ এঁটেছে। রবিবার রাতে গোল পার্কে সংঘর্ষের ঘটনায় যাদের নামে অভিযোগ হয়েছে তার মধ্যে সোনা পাপ্পুর নামও রয়েছে। মঙ্গলবার একটি গাড়ির ভেতরে বসে ফেসবুক লাইভ করে সোনা পাপ্পু বলেন, তিনি লাইভ করা পছন্দ করেন না কিন্তু বাধ্য হয়ে তিনি করছেন।

তার যুক্তি হল রবিবারের পর থেকে শুনছি সোনা পাপ্পুকে গ্রেফতার করতে হবে কারণ সে নাকি কোথায় ঝামেলা করেছে। তাঁর দাবি, রবিবার মাঘী পূর্ণিমার পুজো ছিল তার বাড়িতে। রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত পূজা পাট চলে তার বাড়িতে। তার বাড়ির সিসিটিভি ক্যামেরায় তিনি যে সেখানে উপস্থিত রয়েছেন সেই ছবি রয়েছে। সশরীরে তিনি পুজোয় বসে আছেন তাহলে ঝামেলা কখন করলেন তিনি। বিরোধীদল নেতা শুভেন্দু অধিকারীর নাম উল্লেখ করে তার বক্তব্য তার সঙ্গে যার ছবি রয়েছে সে যদি ঝামেলায় জড়িয়ে যায় সেই বাবুসোনার দায় তিনি কেন নেবেন? তাহলে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে রাকেশ সিংয়ের ছবি রয়েছে। রাকেশ সিং একটি ঘটনায় দুমাস জেলে রয়েছেন। শুভেন্দু অধিকারীকে তো একসঙ্গে ছবি থাকার অপরাধে গ্রেফতার করতে হয়। নিরব মোদী প্রচুর টাকা নিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে নরেন্দ্র মোদির ছবি আছে। তাহলে তো নরেন্দ্র মোদিকে গ্রেফতার করতে হয়। দক্ষিণ কলকাতায় বিজেপির কোন সংগঠন নেই। তারা লোক খুঁজে পান না। মিটিং মিছিল করতে পারেন না।

অথচ মিথ্যে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে যে সোনা পাপ্পু তাদের মিটিং মিছিল করতে দিচ্ছেন না। শুভেন্দ অধিকারীর নাম উল্লেখ করে সোনা পাপ্পুর প্রশ্ন তাহলে কসবা সহ কলকাতার কোন থানায় তার বিরুদ্ধে তারা এর আগে অভিযোগ দায়ের করেন নি কেন? কোন পার্কের ঘটনায় মঙ্গলবার ময়দান এলাকা থেকে আরো দুজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধিতরা হলেন রাহুল দাস ওরফে বাবুসোনা এবং শুভঙ্কর রায় ওরফে শুভ। এই বাবুসোনার সঙ্গে ছবি প্রকাশ্যে আশায় প্রশ্নের মুখে পড়েছেন পলাতক পাপ্পু সোনা। তাঁর দাবি, তাদের সোনার ব্যবসা রয়েছে। তার বাবার নিজের সোনার দোকান রয়েছে। শুভেন্দু অধিকারী যে বলেছেন সোনা পাপ্পু বিড়ি কুড়িয়ে খায় এত অর্থাভাব তাদের হয়নি। শুভেন্দু অধিকারীকে কটাক্ষ করে সোনা পাপ্পু বলেন আমি নই তিনি বিড়ি কুড়িয়ে খান। ফুলে ফেঁপে উঠেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উনাকে হয়তো বার করে দিয়েছেন। আমি দলের অভ্যন্তরীণ বিষয় জানিনা। বিজেপিতে গিয়েছেন চুরির টাকা বাঁচানোর জন্য। সোনা পাপ্পুর পাল্টাও অভিযোগ দোষ চাপাতে হবে তাই চাপাচ্ছেন তার ওপর। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, গত রবিবার কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর থানা এলাকার গোলপার্কের কাকুলিয়া রোডের পঞ্চানন তলা বস্তিতে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে পিকনিককে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ হয়।

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(সাত পর্ব)

মা রূপে। তাঁর পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মাতা শ্যামাসুন্দরী দেবী অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন। সারদা দেবীর পিতৃকূল মুখোপাধ্যায় বংশ পুরুষানুক্রমে ভগবান শ্রীরামের উপাসক ছিলেন। সারদা দেবী ছিলেন তাঁদের জ্যেষ্ঠা কন্যা তথা প্রথম সন্তান। জন্মের পর প্রথমে সারদা দেবীর নাম রাখা হয়েছিল "ক্ষেমঙ্করী"। পরে "ক্ষেমঙ্করী" নামটি পালটে "সারদামণি" রাখা হয়। রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কৃষিকাজ ও পুরোহিতবৃত্তি করে জীবিকানির্বাহ করতেন এবং তিন ভাইকে প্রতিপালন করতেন। দরিদ্র হলেও

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-এ স্থান পেল তরুণদের চিন্তাভাবনা

নিকটবর্তী স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, খেলো ইন্ডিয়া মিশন জোরদার করা এবং মানসিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন।

শ্রী ভট্টাচার্য বিকশিত ভারত যুব সংসদ ২০২৫–এ রাজ্যস্তরের স্থানাধিকারী, ২০২৬–এর জেলা চ্যাম্পিয়ন এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রক স্বীকৃত ন্যাশনাল ইয়ুথ আইকন। সঙ্গীত, চলচ্চিত্র নির্মাণ, বক্তৃতা এবং সংবিধান সচেতনতা তাঁর সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

অন্যদিকে, শ্রী দীপায়ন সুন্দর ঘোষ VBYLD ২০২৬–এর এলিট ফাইনাল কোহর্টে নির্বাচিত পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র এনএসএস স্বেচ্ছাসেবক। মোট ২৫ জন জাতীয় প্রতিনিধির একজন হিসেবে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সামনে তাঁর ভাবনা উপস্থাপন করেন। "আত্মনির্ভর ভারত: মেক ইন ইন্ডিয়া, মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ড" শীর্ষক তাঁর প্রস্তাবে বিশেষভাবে উঠে আসে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলকে (SEZ) সার্কুলার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোসিস্টেমে রূপান্তর, ঐতিহ্যবাহী শিল্প ক্লাস্টারগুলির পুনরুজ্জীবন, টিয়ার–টু বা দ্বিতীয় পর্যায় ও টিয়ার–থ্রি বা তৃতীয় পর্যায়ের শহরের উন্নয়ন, শিল্প ও লজিস্টিক করিডরের নিকটবর্তী স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, খাদি–হস্তশিল্প–ওডিওপি (ODOP) সংক্রান্ত শিল্পের প্রসার এবং ওপেন নেটওয়ার্ক ফর ডিজিটাল কমার্স (ONDC)–র মাধ্যমে যুবনেতৃত্বাধীন MSME ও বৈদেশিক রপ্তানিতে সক্ষমতা বৃদ্ধি। এই প্রস্তাবগুলির বহু দিকই কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬–এর ঘোষণায় স্থান পেয়েছে।

বিকশিত ভারতের পথে যুবনেতৃত্ব

VBYLD ২০২৬ থেকে উঠে আসা ভাবনাগুলির বাজেটে অন্তর্ভুক্তি জাতীয় নীতিনির্ধারণে যুবসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে, বিকশিত ভারত–এর লক্ষ্যপূরণে দেশের যুবসমাজের সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী শক্তি ও আকাঙ্ক্ষাকে কাজে লাগাতে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

অমোঘসিদ্ধি-কুল মাতৃকা প্রধান, এক বজ্রামৃত হলেন এই কুলে পুরুষ দেবতা, বাকিরা সবাই নারী দেবতা। এর মধ্যে বজ্রশৃঙ্খলার বর্ণনা দেখলে মনে হয় যে সৌম্যদর্শনা অথচ নরকপালধারী একজন মাতৃকার কল্পনা পালযুগেও ছিল **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ভারতের রেয়ার আর্থ কৌশল: উৎপাদন, অলিন্দ এবং আন্তর্জাতিক সংযুক্তি

নয়াদিল্লি, ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

মূল বিষয়সমূহ

- কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭-এ ওড়িশা, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে রেয়ার আর্থ পার্মানেন্ট ম্যাগনেট বা আরইপিএম উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, গবেষণা ও উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট রেয়ার আর্থকরিডর ঘোষিত।

- নভেম্বর ২০২৫-এ ₹৭,২৮০ কোটি টাকার রেয়ার আর্থ পার্মানেন্ট ম্যাগনেট উৎপাদন প্রকল্প অনুমোদিত।

- ৬,০০০ এমটিপিএ সমন্বিত রেয়ার আর্থ পার্মানেন্ট ম্যাগনেট উৎপাদন সক্ষমতা গড়ে তোলা হবে।

পাঁচ বছরে ₹৬,৪৫০ কোটি বিক্রয়-সংযুক্ত উৎসাহ ব্যবস্থা।

- উন্নত উৎপাদন পরিকাঠামোর জন্য ₹৭৫০ কোটি মূলধন ভর্তুকি।

- জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ৪৮২.৬ মিলিয়ন টন রেয়ার আর্থ সম্পদের সন্ধান পেয়েছে।

ভূমিকা

ভারত উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে রেয়ার আর্থ পার্মানেন্ট ম্যাগনেট উৎপাদনের জন্য একটি দেশীয় পরিবেশ গড়ে তুলতে দৃঢ় পদক্ষেপ নিচ্ছে। বৈদ্যুতিক যান, বায়ু বিদ্যুৎ টারবাইন, ইলেকট্রনিক্স, মহাকাশ ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন চুম্বক হিসেবে রেয়ার আর্থ পার্মানেন্ট ম্যাগনেট অপরিহার্য। এই লক্ষ্য পূরণে সরকার নভেম্বর ২০২৫-এ ₹৭,২৮০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এর মাধ্যমে রেয়ার আর্থ অক্সাইড থেকে চূড়ান্ত চুম্বক পর্যন্ত সম্পূর্ণ মূল্যশৃঙ্খল জুড়ে ৬,০০০ এমটিপিএ সমন্বিত উৎপাদন সক্ষমতা গড়ে তোলা হবে।

এর পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭-এ ওড়িশা, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে নির্দিষ্ট রেয়ার আর্থ অলিন্দ বা করিডর স্থাপনের ঘোষণা করা হয়েছে। এগুলি খনন, প্রক্রিয়াকরণ, গবেষণা ও উৎপাদনকে উৎসাহিত করবে। এই উদ্যোগগুলি আত্মনির্ভর ভারত, নেট জিরো ২০৭০ এবং বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর জাতীয় অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং আন্তর্জাতিক উন্নত উপকরণ মূল্যশৃঙ্খলে ভারতকে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে যাবে।

ভারতে রেয়ার আর্থস্থায়ী চুম্বকের কৌশলগত গুরুত্ব ও সম্পদ সম্ভাবনা

রেয়ার আর্থ পার্মানেন্ট ম্যাগনেট বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী স্থায়ী চুম্বকগুলির মধ্যে অন্যতম। উচ্চ চৌম্বক শক্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য এগুলি পরিচিত। ছোট আকারে উচ্চ কর্মক্ষমতা প্রদান করার কারণে এগুলি বৈদ্যুতিক যান মোটর, বায়ু বিদ্যুৎ জেনারেটর, ভোক্তা ও শিল্প স্তরের ইলেকট্রনিক্স, মহাকাশ ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও নির্ভুল সেন্সরের মতো উন্নত প্রকৌশল ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

পরিচ্ছন্ন জ্বালানি, উন্নত পরিবহণ ও কৌশলগত বিভাগে ভারতের উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রেয়ার আর্থ স্থায়ী চুম্বকের নির্ভরযোগ্য দেশীয় জোগান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি আমদানির উপর নির্ভরতা কমানোর পাশাপাশি, উন্নত উপকরণের আন্তর্জাতিক মূল্যশৃঙ্খলে ভারতের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান শক্তিশালী করে।

ভারতের সম্পদভিত্তি

ভারতের কাছে উল্লেখযোগ্য রেয়ার আর্থ খনিজ মজুত রয়েছে। রেয়ার আর্থ পার্মানেন্ট ম্যাগনেট উৎপাদনের জন্য আমাদের ভিত্তি শক্ত।

- মনাজাইট ভাণ্ডার: ভারতে ১৩.১৫ মিলিয়ন টন মনাজাইট রয়েছে, যার মধ্যে আনুমানিক ৭.২৩ মিলিয়ন টন রেয়ার আর্থ অক্সাইড অন্তর্ভুক্ত।

- ভৌগোলিক বিস্তার: এই ভাণ্ডারগুলি মূলত ওড়িশা, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডে পাওয়া যায়।

- অতিরিক্ত সম্পদ: গুজরাট ও রাজস্থানে ১.২৯ মিলিয়ন টন ইন-সিটু রেয়ার আর্থ অক্সাইড সম্পদ চিহ্নিত হয়েছে।

- অনুসন্ধান কার্যক্রম:

জিএসআই ৩৪টি অনুসন্ধান প্রকল্পে ৪৮২.৬ মিলিয়ন টন রেয়ার আর্থ সম্পদের সন্ধান পেয়েছে।

এই সমস্ত ভাণ্ডার একত্রে ভারতে একটি সমন্বিত রেয়ার আর্থ পার্মানেন্ট ম্যাগনেট উৎপাদন পরিসর গড়ে তোলার শক্ত ভিত্তি নির্দেশ করে।

অনুসন্ধান ও বিনিয়োগের প্রয়োজন

ভারতের কাছে শক্তিশালী রেয়ার আর্থ সম্পদভিত্তি থাকলেও দেশীয় স্থায়ী চুম্বক উৎপাদন এখনও বিকাশমান পর্যায়ে রয়েছে। বর্তমানে চাহিদার বেশিরভাগ অংশ আমদানির মাধ্যমে পূরণ হয়, যার প্রধান উৎস চিন। ২০২২-২৫ সময়কালে মূল্যের হিসাবে প্রায় ৬০-৮০ শতাংশ এবং পরিমাণের হিসাবে ৮৫-৯০ শতাংশ আমদানি চিন থেকে হয়েছে। বৈদ্যুতিক যান, নবায়নযোগ্য শক্তি, বৈদ্যুতিন ও প্রতিরক্ষা বিভাগে দ্রুত বৃদ্ধির ফলে ২০৩০ সালের মধ্যে রেয়ার আর্থ স্থায়ী চুম্বকের ব্যবহার দ্বিগুণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে আমদানির উপর নির্ভরতা কমাতে এবং দীর্ঘমেয়াদী আত্মনির্ভরতা নিশ্চিত করতে দেশীয় সক্ষমতা বাড়ানো ও এই বিভাগে বিনিয়োগ অপরিহার্য।

বাজেটে রেয়ার আর্থ উৎপাদন ও করিডরে জোর

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭-এ গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন উপাদানে ভারতের আত্মনির্ভরতা জোরদার করতে সদ্য অনুমোদিত রেয়ার আর্থ পার্মানেন্ট ম্যাগনেট উৎপাদন প্রকল্পের সঙ্গে নতুন করিডর-ভিত্তিক উদ্যোগ যুক্ত করা হয়েছে। এই উদ্যোগগুলি একত্রে দেশীয় সক্ষমতা বাড়ানো, আমদানির উপর নির্ভরতা কমানো এবং উন্নত উপকরণে আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার একটি সমন্বিত কাঠামো তৈরি করে।

রেয়ার আর্থ পার্মানেন্ট ম্যাগনেট উৎপাদন প্রকল্প

২৬ নভেম্বর ২০২৫-এ সরকার রেয়ার আর্থ পার্মানেন্ট ম্যাগনেট উৎপাদনের জন্য একটি বড় প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ সমন্বিত দেশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

আর্থিক ব্যয়: ₹৭,২৮০ কোটি

এরপর ৬ পাতায়

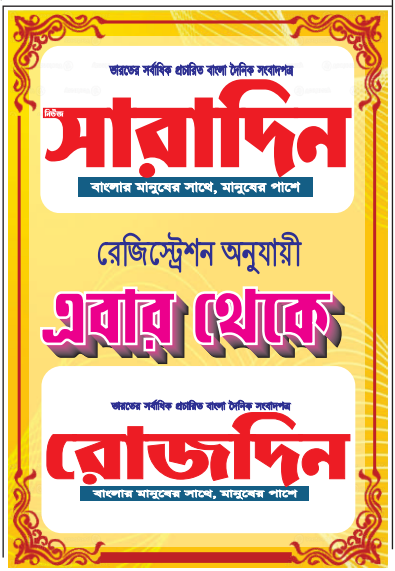

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে

চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

(৫ পাতার পর)

ভারতের রেয়ার আর্থ কৌশল: উৎপাদন, অলিন্দ এবং আন্তর্জাতিক সংযুক্তি

উৎপাদন সক্ষমতা: সর্বোচ্চ পাঁচটি উপকারভোগীর মধ্যে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে ৬,০০০ এমটিপিএ সমন্বিত সিন্টার্ড চুম্বক উৎপাদন সক্ষমতা

উৎসাহপ্রদান ব্যবস্থা: পাঁচ বছরে ₹ ৬,৪৫০ কোটি বিক্রয়-সংযুক্ত প্রণোদনা

মূলধন ভর্তুকি: উন্নত উৎপাদন পরিকাঠামোর জন্য ₹৭৫০ কোটি

সময়রেখা: স্থাপনের জন্য দুই বছরের প্রস্তুতি পর্যায়, তার পর উৎপাদনের সঙ্গে সংযুক্ত পাঁচ বছরের প্রণোদনা প্রদান

উদ্দেশ্য: বৈদ্যুতিক যান, নবায়নযোগ্য শক্তি, ইলেকট্রনিক্স বা বৈদ্যুতিন, মহাকাশ ও প্রতিরক্ষা বিভাগের চাহিদা পূরণ করতে রেয়ার আর্থ অক্সাইড থেকে চূড়ান্ত চুম্বক পর্যন্ত সম্পূর্ণ গড়ে তোলা।

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭: রেয়ার আর্থ অলিন্দ

এই প্রকল্পের পরিপূরক হিসেবে বাজেটে ওড়িশা, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে নির্দিষ্ট রেয়ার আর্থ করিডর ঘোষিত হয়েছে। এই করিডরগুলি খনন, প্রক্রিয়াকরণ, গবেষণা ও উৎপাদনে গুরুত্ব দেবে এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির খনিজসমৃদ্ধ ভিত্তিকে কাজে লাগাবে। এর ফলে স্থানীয় অর্থনীতি শক্তিশালী হবে, গবেষণা ও উন্নয়ন সক্ষমতা বাড়বে এবং উন্নত উপকরণে আন্তর্জাতিক মূল্যশৃঙ্খলে ভারতের সংযুক্তি গভীর হবে।

এই করিডরগুলি ওড়িশা ও কেরলে আইরেল ইন্ডিয়া লিমিটেডের বিদ্যমান উপস্থিতির সঙ্গে সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আইরেল ইন্ডিয়া লিমিটেড, পূর্বে ইন্ডিয়ান রেয়ার আর্থস লিমিটেড নামে পরিচিত, ১৯৬৩ সাল থেকে পারমাণবিক শক্তি দপ্তরের অধীনে কাজ করছে। বছরে ১০ লক্ষ টন প্রক্রিয়াকরণ সক্ষমতা নিয়ে সংস্থাটি ইলমেনাইট, রুটাইল, জিরকন, সিলিম্যানাইট ও গার্নেটের মতো কৌশলগত খনিজ উৎপাদন করে। ওড়িশায় আইরেলের একটি রেয়ার আর্থ নিষ্কাশন কেন্দ্র এবং কেরলের আলুভায় একটি রেয়ার আর্থ পরিশোধন কেন্দ্র রয়েছে। নতুন করিডরের সঙ্গে আইরেলের এই প্রতিষ্ঠিত পরিকাঠামো যুক্ত করে দেশীয় রেয়ার আর্থ সক্ষমতা সম্প্রসারণ, উন্নত উৎপাদন বিকাশ এবং পরিচ্ছন্ন শক্তিতে রূপান্তর ত্বরান্বিত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

জাতীয় লক্ষ্যের সঙ্গে রেয়ার আর্থ উন্নয়নের সামঞ্জস্য

ভারতের সাম্প্রতিক নীতিগত উদ্যোগগুলি শিল্প বৃদ্ধি, পরিচ্ছন্ন শক্তি, প্রতিরক্ষা এবং কৌশলগত সম্পদ সুরক্ষার সঙ্গে রেয়ার আর্থ উন্নয়নকে যুক্ত করেছে।

আত্মনির্ভরতা: ২০২২-২৫ সময়কালে স্থায়ী চুম্বকের মূল্যের ৬০-৮০ শতাংশ এবং পরিমাণের ৮৫-৯০ শতাংশ চিন থেকে আমদানি হওয়ায় দেশীয় সক্ষমতা বাড়িয়ে এই নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

পরিষ্কার শক্তিতে রূপান্তর: বৈদ্যুতিক যান মোটর ও বায়ু বিদ্যুৎ জেনারেটরে রেয়ার আর্থম্যাগনেট অপরিহার্য, যা ভারতের নবায়নযোগ্য শক্তি সম্প্রসারণ ও নেট জিরো ২০৭০ লক্ষ্যের কেন্দ্রে রয়েছে।

জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা: মহাকাশ ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও নির্ভুল সেন্সরে রেয়ার আর্থ ম্যাগনেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশীয় অলিন্দ ও উৎপাদন সক্ষমতা কৌশলগত ব্যবহারের জন্য নিরাপদ জোগান নিশ্চিত করে।

নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার: এই উদ্যোগগুলি ২০২৩ সালে সংশোধিত খনি ও খনিজ উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইনের সংস্কারের পরিপূরক, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ খনিজের পৃথক তালিকা প্রবর্তন এবং বেসরকারি অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এটি জানুয়ারি ২০২৫-এ অনুমোদিত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ খনিজ মিশনের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক খনিজভিত্তিক অংশীদারিত্ব জোরদার

ভারতের রেয়ার আর্থও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ কৌশল দেশীয় সংস্কারের পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সঙ্গে যুক্ত।

দ্বিপাক্ষিক চুক্তি: অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, জাম্বিয়া, মোজাম্বিক, পেরু, জিম্বাবোয়ে, মালাউই ও কোট ডি আইভোরের মত খনিজসমৃদ্ধ দেশের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বহুপাক্ষিক মঞ্চ: মিনারেলস সিকিউরিটি পার্টনারশিপ এবং ইন্দো-প্যাসিফিক ইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্ক বা ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক কাঠামোতে ভারতের অংশগ্রহণ প্রযুক্তি, বিনিয়োগ ও সুস্থায়ী খননে সহযোগিতা বাড়াচ্ছে।

খনিজ বিদেশ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ভূমিকা: ন্যালকো, হিন্দুস্তান কপার লিমিটেড ও মিনারেল এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড কনসালটেন্সি লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগ কাবিল বিদেশে খনিজ সম্পদ অধিগ্রহণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় মূল্যশৃঙ্খল শক্তিশালী করছে। আর্জেন্টিনায় লিথিয়াম ব্রাইন ব্লক অনুসন্ধানের চুক্তি এর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

সমাপ্তি

ভারতের রেয়ার আর্থকৌশল শক্তিশালী দেশীয় সম্পদভিত্তি, লক্ষ্যভিত্তিক নীতি ও আর্থিক সহায়তার সমন্বয়ে আত্মনির্ভরতার পথে দ্রুত এগোচ্ছে। ₹৭,২৮০ কোটি টাকার রেয়ার আর্থ পার্মানেন্ট ম্যাগ্নেট উৎপাদন প্রকল্প এবং কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭-এ ঘোষিত নির্দিষ্ট রেয়ার আর্থ-করিডর খনন, প্রক্রিয়াকরণ, গবেষণা ও উৎপাদনের একটি সমন্বিত কাঠামো তৈরি করেছে। এই উদ্যোগগুলি আমদানির উপর নির্ভরতা কমায়, পরিচ্ছন্ন শক্তি ও প্রতিরক্ষা সরবরাহ শৃঙ্খল শক্তিশালী করে এবং আত্মনির্ভর ভারত, নেট জিরো ২০৭০ ও বিকশিত ভারত ২০৪৭ লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দেশীয় উদ্যোগের পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব ভারতের উন্নত উপকরণ মূল্যশৃঙ্খলে একটি নির্ভরযোগ্য ও প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান নিশ্চিত করছে।

(২ পাতার পর)

বালি এবং কয়লা পাচার মামলার তদন্তে সক্রিয় ইডি

পৌঁছোয়। তার পর তল্লাশি শুরু হয় জামুড়িয়া বাজার সংলগ্ন পাঞ্জাবি মোড় এলাকায় ব্যবসায়ী রমেশ বনসলের বাড়িতে। তাঁর দুই পুত্র সুমিত বনসল এবং অমিত বনসলের বাড়িতেও তল্লাশি চলছে।

এর পাশাপাশি জামুড়িয়ার পঞ্জাবি মোড়ে একটি হার্ডঅয়্যারের দোকান এবং একটি গুদামেও হানা দিয়েছেন ইডি আধিকারিকেরা। জামুড়িয়া হাটতলা এলাকার বনসাল হার্ডঅয়্যার নামের দোকানেও তল্লাশি চলছে। বুদবুদ থানার ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডলের দুর্গাপুর সিটি সেন্টারের বাড়িতেও হানা দিয়েছেন তদন্তকারীরা। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পান্ডবেশ্বরের নবগ্রাম এবং দুর্গাপুরের একটি ঠিকানাতেও তল্লাশি চলছে।

(৩ পাতার পর)

বাংলার বিধানসভা ভোটে 'একলা চলো'র পথে হাঁটবে তৃণমূল, জানিয়ে দিলেন মমতা

বাদ দেওয়া হয়েছে। সীমা খান্না নামে এক বিজেপি ক্যাডার ওই ষড়যন্ত্রের মূল হোতা। বিজেপির সুবিধা করে দিতে তাঁকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে কমিশন।'

গতকাল কমিশনারদের সঙ্গে বৈঠক মাঝপথে বয়কটের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, 'জ্ঞানেশ কুমারকে যা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি তার উত্তর দেননি। উল্টে থ্রেট করেছিলেন। আমাদের সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ আচরণ করেছিলেন। চিৎকার করতে শুরু করেছিলেন। আমরা বলেছিলেন, আমরা ওঁর চুক্তিভিত্তিক কর্মী নই।'

সিনেমার খবর

সালমান খানের সম্পদ ও বিলাসিতার অজানা গল্প

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিলাসিতা সবার কাছে এক রকম নয়। কারও কাছে বিলাস মানে পছন্দের বই কেনা, কারও কাছে আবার দামি গাড়ি বা বাড়ি। কেউ নিজের উপার্জন ব্যয় করেন সমাজসেবায়, আবার কেউ শখের বশে তৈরি করেন ব্যক্তিগত অবসরকেন্দ্র। বলিউড তারকারাও এর ব্যতিক্রম নন।

শাহরুখ খানের বিলাসিতার প্রতীক তাঁর ২০০ কোটির বাড়ি 'মান্নাত'। অন্যদিকে সালমান খান তাঁর বিলাসিতাকে দেখেন ভিন্ন চোখে। তিনি অর্জিত অর্থ ব্যয় করেছেন নিজের শখ আর পছন্দের জায়গাগুলোতে। সেই তালিকায় চোখ রাখলেই বোঝা যায়, মুম্বইয়ের ভাইজান বিলাস বলতে কী বোঝেন।

শাহরুখ খানের মতো রাজপ্রাসাদ নয়, তবু সালমান খান যে বাড়িতে থাকেন সেটি মুম্বইয়ের বান্দ্রার গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্ট। বহু পুরোনো এই ঠিকানাতেই থাকে তাঁর পরিবার। আনুমানিক ১৫ থেকে ২০ কোটি টাকার এই বাড়ি বদলানোর কোনো আগ্রহ নেই তাঁর। এখানেই প্রতিদিন ভক্তদের ভিড় জমে প্রিয় তারকার এক ঝলক দেখার আশায়। তবে এটি সালমানের সবচেয়ে দামি সম্পত্তি নয়।

মুম্বইয়ের কোলাহল থেকে দূরে পানভেলে রয়েছে তাঁর ফার্মহাউস। বিস্তীর্ণ সবুজ জমি ঘেরা এই বাড়িতে রয়েছে তাঁর পোষ্যদের থাকার জায়গা এবং নিজস্ব আঁকার স্টুডিও। অবসর পেলেই এখানে সময় কাটান সালমান খান। এই ফার্মহাউসের মূল্য প্রায় ১০০ কোটি টাকা।

সম্পত্তির বাইরেও সালমান খান এর বিলাস ছড়িয়ে আছে তাঁর ব্র্যান্ডে। বলিউডে তারকাদের নিজস্ব ব্র্যান্ড চালুর চল শুরু হওয়ার অনেক আগেই সালমান খান তৈরি করেছিলেন তাঁর ব্র্যান্ড বিইং হিউম্যান। এই ব্র্যান্ড শুধু ফ্যাশন নয়, সামাজিক কাজের সঙ্গেও যুক্ত। দেশের বাইরেও এর ফ্যাশন শো হয়েছে, যেখানে হাঁটেছেন বলিউডের প্রথম সারির অভিনেত্রীরা। বর্তমানে এই ব্র্যান্ডের বাজার মূল্য প্রায় ৩০০ কোটি টাকা।

প্রযোজনার জগতেও সালমান খান বড় নাম। তাঁর নিজস্ব প্রযোজনা সংস্থা সালমান খান ফিল্মস থেকে তৈরি হয়েছে বজরঙ্গী ভাইজানসহ একাধিক জনপ্রিয় ছবি। বাণিজ্যিক ছবির পাশাপাশি ভিন্ন ধারার সিনেমাতেও বিনিয়োগ করেছে এই সংস্থা। এর বর্তমান মূল্য ৫০০ কোটিরও বেশি বলে ধারণা করা হয়।

এ ছাড়া সালমান খান এর আরেকটি বড় শখ হলো হাতঘড়ি। এই শখ নিয়ে খুব বেশি কথা না হলেও তাঁর ঘড়ির সংগ্রহের মূল্য আনুমানিক ১৫ থেকে ২০ কোটি টাকা। এর মধ্যে কয়েকটি ঘড়ি একেবারেই বিরল, যা শুধু তাঁর জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে।

সব মিলিয়ে সালমান খানের বিলাসিতা চোখে পড়ার মতো জাঁকজমকপূর্ণ না হলেও, তাঁর শখ আর বিনিয়োগের তালিকা দেখলেই স্পষ্ট হয়ে যায় ভাইজানের বিলাস ভাবনার গভীরতা।

কারিনা ছিপছিপে শরীর ধরে রাখতে যে ৫ ব্যায়াম করেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

৪৫ বছর বয়সেও নিজের ফিটনেস, সৌন্দর্য ও সুস্থতা যেভাবে ধরে রেখেছেন কারিনা কাপুর খান, তা আজও অনেকের কাছে অনুপ্রেরণা। দুই সন্তানের মা হয়েও নিয়মিত শরীরচর্চা ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপনের মাধ্যমে নিজেকে ফিট রেখেছেন বলিউড তারকা। সম্প্রতি তার ফিটনেস প্রশিক্ষক কারিনার শরীরচর্চার একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এনেছেন।

যেখানে কারিনাকে দেখা যাচ্ছে নানা ধরনের ব্যায়াম করতে। প্রশিক্ষক ভিডিওর পাশে লেখেন, কারিনার ফিটনেসের মূল চাবিকাঠি ভারী শরীরচর্চা নয়, বরং নিয়মিত সক্রিয় থাকা। তার মতে, শুধু ওজন কমানোই ফিটনেস নয়—শরীর কতটা শক্তিশালী এবং চাপ সহ্য করতে পারছে, সেটাই আসল। দীর্ঘমেয়াদি সুস্থতার জন্য করিনা ঠিক এই পথটাই বেছে নিয়েছেন।

ভিডিও থেকে জানা যায়, বর্তমানে কারিনা যে ব্যায়ামগুলো করছেন সেগুলো হলো—

১. ১০ কেজি ওজন নিয়ে ডেডলিফ্ট, যেখানে বারবেল ধরে ভারোত্তোলন করছেন তিনি।

২. অ্যারোবিক স্টেপারে পায়ের ব্যায়াম।

৩. বারবেল তোলা ও নামানোর মাধ্যমে হাতের পেশি শক্ত করার ব্যায়াম।

৪. দুই হাতে মেডিসিন বল ধরে পায়ের নিচ দিয়ে ঘুরিয়ে আনার ব্যায়াম, যা কোর পেশি মজবুত করার পাশাপাশি শরীরের সমন্বয় ক্ষমতা বাড়ায়।

৫. দুই হাতে ডাম্বেল নিয়ে এক হাত দিয়ে বিপরীত পায়ের দিকে ঝোঁকার ব্যায়াম, যা পেশির নমনীয়তা বাড়াতে সাহায্য করে।

ফিটনেস প্রশিক্ষকের মতে, কারিনা কাপুর খান দীর্ঘদিন সুস্থ ও ফিট থাকার জন্য যে নিয়মানুবর্তিতার উদাহরণ তৈরি করেছেন, তা সবার জন্যই অনুসরণযোগ্য।

বলিউড ছেড়ে দুবাইয়ে ব্যবসায় মজেছেন সাবেক অভিনেত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী রিমি সেন অভিনয় থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন সেটাও অনেকদিন হল। ক্যারিয়ারে বেশকিছু ব্যবসাসফল সিনেমায় অভিনয় করা এই তারকা এবার দুবাইয়ে রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায় নাম লিখিয়েছেন। সর্বশেষ রিমিকে ২০১১ সালে 'শাগির্দ' (২০১১) সিনেমায় অভিনয়ে দেখা গেছে।

দুবাইয়ের রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় নিজেকে মানিয়ে নেওয়া প্রসঙ্গে সাবেক এই অভিনেত্রী বলেন, 'দুবাই খুবই অতিথিপরায়ণ। এখানে প্রায় ৯৫ শতাংশ জনসংখ্যা বিদেশি। তবুও সবাই নিজেদের ঘর মনে করেন। শহরটি বাসিন্দাদের জীবন সহজ এবং আরামদায়ক করতে মনোযোগ দেয়।'

দুবাইয়ের পেশাদারী বাজার নিয়েও নিজের সন্তুষ্টির কথা জানান 'ধুম'খ্যাত রিমি সেন। তিনি বলেন, 'একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে এখানে কাজের। নির্মাতা তাদের কাজ করেন। এজেন্সিগুলো তাদের দায়িত্ব পালন করে। এজেন্টদের এখানে আর্থিক পরামর্শদাতার মতো সম্মান দেওয়া হয়। এটি ভারতের সঙ্গে তুলনা করলে অনেক ভিন্ন।'

এছাড়া প্লাস্টিক সার্জারি করা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রিমিকে নিয়ে সাম্প্রতিক যে গুঞ্জন, সেটা নিয়েও মুখ খোলেন রিমি। তিনি স্পষ্ট করেন, 'আমি কেবল ফিলার, বোটক্স এবং পিআরপি করিয়েছি। শুধু কিছু চিকিৎসা ও নিয়মিত যত্নেই কাউকে ভালো দেখাতে পারে। যদি কেউ মনে করে আমি যা করেছি তা ঠিক নয়, তবে বলুন কোথায় সমস্যা হয়েছে, আমি আমার চিকিৎসকদের জানিয়ে ঠিক করাব।'

‘বোলারদের ঘুম ছুটিয়ে দেবে’

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আইপিএল শুরু হতে আর বাকি দু’মাস। তার আগে মহেন্দ্র সিং ধোনি ইতোমধ্যেই প্রস্তু নিতে শুরু করে দিয়েছেন। হলুদ প্যাড পরে অনুশীলনরত ধোনির কিছু ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন হচ্ছে, ধোনি আইপিএলে কত নম্বরে ব্যাট করতে পারেন।

টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন এই বিষয়ে মন্তব্য করেছেন। তিনি তার ইউটিউব চ্যানেলে বলেন, ‘ধোনি আসন্ন আইপিএল মাতানোর জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। ওকে দেখে মনে হচ্ছে খুব ফিট। অনেকের ধারণা ছিল, হয়ত তিনি প্রথম একাদশে থাকবেন না বা এটি তার শেষ মরশুম হতে পারে। কিন্তু ধোনিকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি ইমরান তাহিরের অনুপ্রেরণা নিয়েছেন।’

উল্লেখ্য, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন লেগস্পিনার ইমরান তাহির ৪৬ বছর বয়সেও বিভিন্ন দেশের টি-টোয়েন্টি লিগে খেলছেন এবং এক সময় আইপিএলের সিএসকে-তেও খেলেছেন।

অশ্বিন বলেন, ‘ধোনি নয় নম্বরে ব্যাট করবেন এমন মনে হচ্ছে না। তার অনুশীলন দেখে মনে হচ্ছে, তিন নম্বরে নামলে পাওয়ারপ্লে-তে প্রতিপক্ষ বোলারকে কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলবেন। তাই তাকে তিন নম্বরে খেলতে দেখলে আমি অবাক হব না।’

উল্লেখ্য, ধোনি ২০২২ সালের পর আইপিএলে তিন নম্বরে নামেননি এবং তার আইপিএল ক্যারিয়ারে মাত্র ৮ বার তিন নম্বরে ব্যাটিং করেছেন। গত মরশুমে তিনি প্রায়শই আট বা নয় নম্বরে নামতেন।

গত শনিবার থেকে ধোনি ঝাড়খণ্ড স্টেট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের নেটে অনুশীলন শুরু করেছেন। সেখানে তিনি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সৌরভ তিওয়ারির সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেছেন। ধোনির ব্যাটিং অনুশীলনের ভিডিও শেয়ার করে ঝাড়খণ্ড ক্রিকেট সংস্থা লিখেছে, জোড়া বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন অধিনায়ককে ব্যাট হাতে দেখে ক্রিকেটপ্রেমীরা উৎসাহিত হয়েছেন। এবার ধোনি কিভাবে খেলবেন, সে বিষয়ে মন্তব্য করেছেন অশ্বিনও।

পাকিস্তান কি ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করবে?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নিরাপত্তা শঙ্কায় ভারতের মাটিতে খেলতে যাবে না বাংলাদেশ। তাই আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকেই টাইগারদের বাদ দিয়েছে আইসিসি। অন্য বোর্ডগুলো ভারতের ভয়ে কথা না বললেও পাকিস্তান শুরু থেকেই বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছে।

এমনকি আইসিসির ভোটাভুটিতে একমাত্র পাকিস্তানই বাংলাদেশের পক্ষে ভোট দিয়েছে। বাংলাদেশের সমর্থনে বিশ্বকাপ বয়কটের কথাও ভাবছিল পাকিস্তান। তবে এক্ষেত্রে বড় ধরনের ঝুঁকির মুখে পড়বে তারা। আইসিসির নানান ধরনের শাস্তির কবলে পড়তে হবে।

সবমিলিয়ে প্রতিবাদের বিকল্প কিছু চিন্তাও করে রেখেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। জিও সুপার’সহ দেশটির বেশ কয়েকটি গণমাধ্যমের খবর, আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের ম্যাচ বয়কটের কথা বিবেচনা করছে পাকিস্তান।

সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাতে জানা গেছে, আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোতে অনুষ্ঠিতব্য ওই ম্যাচে না খেলার বিকল্প নিয়ে আলোচনা চলছে পিসিবির ভেতরে।

আইসিসির সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এই অবস্থান নিতে পারে পাকিস্তান। শেষ মুহূর্তে বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে স্কটল্যান্ডকে টুর্নামেন্টে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্তকে ‘অন্যায়’ ও ‘দ্বৈত মানদণ্ডের’ উদাহরণ হিসেবে দেখছে পিসিবি।

সূত্র জানায়, ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটি বয়কট করলে পাকিস্তান মাত্র দুই পয়েন্ট হারাবে। তবে এতে আইসিসির বড় অঙ্কের আর্থিক ক্ষতি হবে। সেক্ষেত্রে বিশ্বকাপে অংশ নিয়েও একটি প্রতিবাদী পদক্ষেপ নিতে পারবে পাকিস্তান।

পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি আজ (সোমবার) জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা রয়েছে। বৈঠকে দলের কৌশল নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়েও মতামত নেওয়া হবে।

নাকভি জানান, পাকিস্তানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ফেডারেল সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করেই নেওয়া হবে।

আলভারেজকে নিয়ে কাড়াকাড়ি!

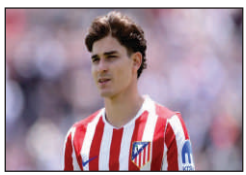

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শীতকালীন দলবদলে জুলিয়ান আলভারেজকে দলে টানতে কাড়াকাড়ি শুরু করে দিয়েছে একাধিক ক্লাব। কিছুদিন আগেই আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী এই ফরোয়ার্ডকে দলে ভেড়াতে আগ্রহের কথা জানিয়েছিল বার্সেলোনা। এবার খবর এলো তাকে দলে নেওয়ার বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা করেছে ইংলিশ ক্লাব আর্সেনাল-ও।

ব্রিটিশ গণমাধ্যমে জানা গেছে- আলভারেজকে ছেড়ে দিতে রাজি হতে পারে তার ক্লাব অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। ২৫ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ডের সম্ভাব্য মূল্য ধরা হচ্ছে প্রায় ১০ কোটি ইউরো। এর আগে ম্যানচেস্টার সিটিতে পেপ গার্দিওলার অধীনে ট্রেবল জেতেন আলভারেজ। ২০২৪ সালে অ্যাটলেটিকোতে যোগ দেওয়ার পর এখন পর্যন্ত ৮৫ ম্যাচে ৪০ গোল করেছেন তিনি। সিটিতে খেলার সময় প্রিমিয়ার লিগে ৬৭ ম্যাচে করেন ২০ গোল।

আর্সেনালের স্পোর্টিং ডিরেক্টর আন্দ্রেয়া বের্তার সঙ্গে আলভারেজের রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। সিটি থেকে অ্যাটলেটিকোতে আলভারেজের যাওয়ার সময় এই বের্তাই আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

জানুয়ারির দলবদল নিয়ে আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতা আগেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। তার মতে, চোট সমস্যা ও দলের গভীরতা বাড়াতে নতুন খেলোয়াড়ের দিকে নজর রাখা হচ্ছে। এদিকে আলভারেজকে দলে নিতে পিছিয়ে নেই বার্সেলোনাও। স্প্যানিশ ক্লাবটিকেও আপাতত এগিয়ে রাখা হচ্ছে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR